জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৮ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ২১ চৈত্র ১৪২৪, ০৪ এপ্রিল ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
এসএমই উদ্যোক্তাগণ এবং
উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

'জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০১৮' বিজয়ী ও মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যোক্তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোনকে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে এসএমই'র গুরু অপরিসীম। বাংলাদেশের সুষম উন্নয়নের জন্য এসএমই খাতের বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। এসএমই সবচেয়ে শ্রমঘন ও স্বল্পপুঁজি নির্ভর খাত হওয়ায়, এই খাতের মাধ্যমে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে প্রায় ৯০% শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬' -তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেছি।

আমাদের গৃহীত কর্মসূচির ফলে দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। উদ্যোক্তাবান্ধব নীতির কারণে প্রতিনিয়ত নারীরা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অনেক সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে।

সুধিবৃন্দ,

২০০৯ সালে যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই, তখন বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। অনেক দেশ বিশ্বমন্দার অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। বিশ্বে এখন বাংলাদেশ মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬৫ শতাংশে উন্নীত।

বর্তমানে ১৯৯টি দেশে ৭৫০টি পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৪১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানির হার বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমেছে। বর্তমানে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার। যা ২০২১ সালে ৬০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সারা দেশে ১০০টি ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়েছে। ইকোনমিক জোনসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশে কুটির শিল্পের সুদীর্ঘকালের গৌরব রয়েছে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, নকশিকাঁথা এবং সিলেটের শীতল পাটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে। উদ্যোক্তাগণ এ সকল পণ্যের ব্র্যান্ডিং এর পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে পারেন।

দেশীয় কাঁচামালনির্ভর শিল্পায়নের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। সরকার উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা প্রদান করবে।

আমরা এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করছি। চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদিত পণ্যের প্রসার-প্রচার ও বাজারজাতকরণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও চীনের মত আমাদের দেশেও ব্যাপক হারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে কর্মদক্ষ করে তুলতে হবে।

বিনিয়োগ ও শিল্প ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সম্প্রতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশের এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে বুলগেরিয়ার এসএমই প্রমোশন এজেন্সি এবং তুরস্কের এসএমই ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফলে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদার হবে।

দেশের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের বিকাশে জেলায় এবং উপজেলায় এসএমই পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ পরামর্শ কেন্দ্রগুলো এসএমই শিল্প প্রসারে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হিসাবে কাজ করবে।

উদ্যোক্তাগণ ব্যবসা স্থাপন থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, পরামর্শক সেবা ইত্যাদি এই ওয়ানস্টপ সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

শিল্পের বিকাশ হলেই কর্মসংস্থান বাড়বে। বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার শিল্পের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে প্রায় ১০ লক্ষ এসএমই প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবছর শুধুমাত্র এসএমই খাতেই কমপক্ষে ১০ লক্ষ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

আমাদের সরকার নিজেরা ব্যবসা করে না। সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ফলে আজ দেশে বেসরকারি খাত ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

সারাদেশ থেকে বাছাইকৃত ২৬৭টি এসএমই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এরমধ্যে ৬৭ শতাংশই নারী উদ্যোক্তা।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্বকরণ এবং পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পণ্যের বাজার অনুসন্ধান এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী সে সব পণ্য উৎপাদন করতে হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের ওপর রপ্তানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে আমাদের এখন রপ্তানি বহুমুখীকরণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ জন্য সরকারের সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

সুধিমন্ডলী,

নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- ২০০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড দিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যক্রম সূচনা।

- বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ফলে নারীরা ব্যবসা বাণিজ্যে এগিয়ে আসছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৭ সালে এসএমই খাতে মোট ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৯৩ কোটি টাকার ওপর ঋণ বিতরণ করেছে।
- ৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের সব তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট গঠন করা হয়েছে।
- এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে নারীরা সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ পাচ্ছেন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের ১৫ শতাংশ নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- এ ঋণের জন্য সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ সুদ নির্ধারণ করা আছে।
- ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের যে কোন নারী উদ্যোক্তা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের সুবিধা নিতে পারছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এটুআই যৌথভাবে ৩০০০ উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'নারী আইসিটি ফ্রী-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়নে সরকারি-বেসরকারি সবগুলো ব্যাংকই এসএমই ঋণ বিতরণ করছে।
- সুদের হার আগের তুলনায় কমে এসেছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় উৎপাদন ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট এসএমই উদ্যোক্তা গ্রুপ, ক্লাস্টার এবং বিভিন্ন সাব-সেক্টরের উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সহজ শর্তে সিঙ্গেল ডিজিট অর্থাৎ ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা মোট ১৭৭টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে।
- এসএমই খাতে উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।
- ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য পলিসি এ্যাডভোকেসি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, ক্রেডিট হোলসেলিং, পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা, ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করছে।
- শহিদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীসহ আরও ৬টি মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য আগারগাঁও-এ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের নির্মিতব্য বহুতল ভবনে প্রায় ২০ হাজার বর্গফুটের দুটি ফ্লোর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমি আশা করি, এসএমই মেলা দেশে উৎপাদিত এসএমই পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্রেতা আকর্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ ধরনের মেলা আয়োজনের মাধ্যমে এসএমই খাতের অনেক সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবে এবং যথাযথ স্বীকৃতি পাবে।

আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। সকলকে সাথে নিয়ে আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি 'জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮' -এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...